বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০১.১৮-৮০৪ তারিখঃ ২৭.১১.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়: আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০৫.১৭-৮৬৮; তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০তম সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

"মাদকের কুফল সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। জনমানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল ও দৃশ্যমান করতে হবে।"

এমতাবস্থায়, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ / সুপার এবং পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৩ (তিন) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
27.11.18
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপক: অধ্যক্ষ / সুপার এবং পরিচালনা কমিটি,
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা।

নং-৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০১.১৮-৮০৪(৬) তারিখঃ ২৭.১১.২০১৮খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল ঃ

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রির একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক/প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
(পত্রটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
৫. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার/ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬৭৪৮৭৪

F:\G\Admin\Shujan\Ministry\17.868

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০৫.১৭.৮৬৮

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০১.১৫ (অংশ-১)-১০০৮, তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"মাদকের কুফল সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। জনমানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল ও দৃশ্যমান করতে হবে।"

এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মো: গোলাম সারওয়ার খান পাঠান)
সহকারী সচিব (সমন্বয়)

বিতরণ:
১। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:
১) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন/কারিগরি/মাদ্রাসা/প্রশাসন ও উন্নয়ন-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) অফিস কপি।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
মহোদয়ের দপ্তর
নং ৩০০৬
তারিখঃ ২৫/১১
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
পরিদর্শক
উপরেজিঃ প্রশাঃ/কমন
প্রান/হিবক
আইসিটি/কম্পিউটার কেন্দ্র
রেজিস্ট্রার
২৫/১১/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-২

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব আমির হোসেন আমু, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	ঃ	১৮ অক্টোবর ২০১৮, সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ	ঃ	পরিশিষ্ট-ক (সংযুক্ত)
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট-খ (সংযুক্ত)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৯তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিষয়ে সদস্যদের আপত্তি/সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) ধারাবাহিকভাবে ১৯তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বিবিধ বিষয়াদি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

০২। সভাপতি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। অপরাধ চিত্র পর্যালোচনায় অন্যান্য অপরাধ হ্রাস পেলেও পুলিশ সদস্যদের উপর আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও এনএসআই কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে অপরাধ হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার উল্লেখ করায় অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বলে পরবর্তী সময় শতকরা হার উল্লেখ না করে পরিসংখ্যান প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

০৩। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন যে, বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে যেভাবে দক্ষতার সাথে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে তা আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। তিনি আসন্ন নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মত ব্যক্ত করেন।

০৪। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, জঙ্গি মামলায় আটক আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়ে পুনরায় জঙ্গি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি এমন আসামিদের জামিন প্রাপ্তি প্রতিরোধে প্রসিকিউশনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন মর্মে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও জঙ্গি মামলায় আটক ব্যক্তিদের সাধারণ বন্দীদের সাথে একত্রে না রাখা, তাদের ডি-রেডিকেলাইজেশনের জন্য কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কারাগারের অভ্যন্তরে জেলকোড প্রতিপালনপূর্বক গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এতদসংক্রান্ত আলোচনায় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বলেন যে, জঙ্গি মামলায় আটক আসামিদের পৃথক সেলে রাখা হয়, কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে জানিয়ে তিনি কারাগারে ডাক্তার পদায়ন নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক চিকিৎসক পুল গঠনের অনুরোধ জানান।

০৫। মহাপুলিশ পরিদর্শক বলেন যে, কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন জেলা হতে প্রায় ২০০০ পুলিশ সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য উক্ত সদস্যদের জেলায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে বিধায় কক্সবাজার জেলায় প্রস্তাবিত ০২টি এপিবিএন গঠন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করে কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় দায়িত্বপালনরত সকল বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৬। মায়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের নিজস্ব ক্যাম্প এলাকার বাইরে গমনাগমন, বাংলাদেশী পাসপোর্ট গ্রহণ এবং মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়ে আলোচনা হয়। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান যে, মাদক নিয়ন্ত্রণে রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ২৭ সদস্যের ইউনিট দায়িত্ব পালন করছে। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট গ্রহণে সহায়তাদানকারী স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য

সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, রোহিঙ্গাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্প এলাকার চতুষ্পার্শ্বে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ অত্যাবশ্যক। রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন এর তথ্য পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডাটাবেজ এর সাথে সমন্বয় করা হলে অবৈধ উপায়ে পাসপোর্ট গ্রহণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে বলে জানান। এছাড়াও পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেনা সদরের নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথ টহল কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

০৭। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ নতুন প্রণীত মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে জব্দকৃত মাদক ধ্বংস সংক্রান্ত ধারা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন যে, শুধুমাত্র আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে জব্দকৃত মাদক ধ্বংসের বিধান সংযোজন করায় উক্ত মাদকের অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। তিনি জব্দকৃত মাদকের আলামত সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদক তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংসের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকার মনোনীত প্রতিনিধির উপর ক্ষমতা অর্পণের বিধান সংযোজনের বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

০৮। আসন্ন নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে তরুণ সমাজসহ সাধারণ নাগরিকদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট বন্ধে পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতি বর্তমানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক জটিল করায় নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সমস্যার উদ্ভব হবে মর্মে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি ওয়েবসাইট বন্ধে পূর্বে প্রচলিত প্রক্রিয়া বহাল রাখার বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাথে আলোচনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৯। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১.	দেশের সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা	অপরাধ কার্যক্রম প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিসহ গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করতে হবে। অপরাধমূলক বিষয়ে পূর্ববর্তী মাস ও বিবেচ্য মাসের তুলনামূলক পরিসংখ্যান জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এনএসআই কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে অপরাধ চিত্রের শতকরা হারের পরিবর্তে শুধুমাত্র সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/ বিজিবি/ এনএসআই/ ডিজিএফআই/ এসবি
০২.	মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ	(ক) মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের গতিবিধি ক্যাম্প এলাকায় সীমিত রাখার জন্য ক্যাম্পের চতুষ্পার্শ্বে জরুরি ভিত্তিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
		(খ) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কক্সবাজার জেলায় প্রস্তাবিত ০২ (দুই)টি এপিবিএন গঠন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ
		(গ) রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় কর্মরত দেশী-বিদেশী সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথ টহল অব্যাহত রাখতে হবে।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/ পুলিশ অধিদপ্তর/ র‍্যাব/বিজিবি
		(ঘ) মায়ানমার নাগরিকদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট গ্রহণের নিমিত্ত নাগরিক সনদ প্রদানকারী জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/পুলিশ অধিদপ্তর

		(ঙ) রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী মায়ানমারের নাগরিকরা যাতে অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/বিজিবি
০৩.	মাদকের অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	(ক) মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। সীমান্ত এলাকায় মাদক চোরাচালান বন্ধে টহল জোরদার করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/ র‍্যাব/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিজিবি
		(খ) মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদক মামলায় জব্দকৃত মাদকের আলামত সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদক তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংসের বিধান সংযোজনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আটককৃত মাদকের নাম, পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্য, গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখসহ বিগত বছরের এই সময় ও বিবেচ্য মাসের তুলনামূলক বিবরণী ও পরিসংখ্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ পুলিশ অধিদপ্তর/ বিজিবি/ কোস্টগার্ড
		(গ) মাদকের কুফল সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। জনমানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল ও দৃশ্যমান করতে হবে। শুক্রবারের জুম্মার নামাজের বয়ানে মাদকের কুফল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারীগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
		(ঘ) সরকারী-বেসরকারী ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রচারের মাধ্যমে মাদক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
		(ঙ) জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান সরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করাসহ স্থানীয় উদ্যোগে বেসরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
০৪.	জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ	(ক) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে অভিযুক্ত আসামিরা কারাগারে অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের সাথে মিশে যাতে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে সে জন্য তাদের পৃথক সেলে রাখা নিশ্চিত করাসহ তাদের জন্য কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
		(খ) জঙ্গি মামলায় আটক আসামিরা জামিন পেয়ে যেন নতুনভাবে জঙ্গি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে প্রসিকিউশনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র	জননিরাপত্তা বিভাগ

		প্রেরণ করতে হবে।	
		(গ) কারাগারে আটক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে অভিযুক্ত আসামিরা যাতে কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করতে না পারে সে বিষয়ে নজরদারির জন্য জেল কোডের বিধান সমুন্নত রেখে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
		(ঘ) জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রচার নিশ্চিত করার জন্য কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'কাউন্টার ন্যারেটিভ' প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ ও যথাযথ তদারকি করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পুলিশ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনা (সকল)
০৫.	আসন্ন নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা।	(ক) নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইট বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বিটিআরসির কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতি বহাল রাখতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
		(খ) আসন্ন নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার জন্য গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি পূর্বক তদনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অগ্রীম তথ্য সংগ্রহপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/ এসবি/এনএসআই/ ডিজিএফআই
		(গ) নির্বাচনকালীন সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, পেশাজীবী ও অন্যান্য সংগঠনের সভা-সমাবেশের অনুমতি প্রদানের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর
০৬.	বিবিধ	দেশের সকল কারাগার ও পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসক পদায়ন নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে চিকিৎসক নিয়োগের লক্ষ্যে পৃথক চিকিৎসক পুল গঠন করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

১০। সভাপতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্ব-স্ব দায়িত্ব আরও সর্তকতা, আন্তরিকতা ও যথাযথভাবে পালনের অনুরোধসহ উপস্থিত সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-৩১/১০/২০১৮
(আমির হোসেন আমু)
মাননীয় মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।